প্রথম আলো

তারিখ 05 MAR 2014
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

স্কুলকক্ষে ইউপি কার্যালয়

নিজস্ব প্রতিবেদক, রংপুর ●

রংপুরের মিঠাপুকুর উপজেলার বালুয়া মাসিমপুর ইউনিয়নের বুজরুক সন্তোষপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একটি কক্ষ দখল করে ওই ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) কার্যক্রম চলছে। ফলে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে।

সরেজমিনে পরিদর্শন ও স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গত বছরের নভেম্বর মাস থেকে ওই ইউপির চেয়ারম্যান বিদ্যালয়ের একটি কক্ষে ইউপির কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছেন। এ কারণে বিদ্যালয়ে পড়াশোনার পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে। এ ব্যাপারে শিক্ষা দপ্তরে অভিযোগ করার পরও কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলে জানিয়েছেন শিক্ষার্থীদের অভিভাবকেরা।

ওই বিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, বিদ্যালয়ে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ৩১০ জন শিক্ষার্থীকে দুটি পালায় (শিফট) ক্লাস নেওয়া হয়। শিক্ষকদের কক্ষসহ ক্লাসের জন্য বিদ্যালয়ে মোট আটটি কক্ষ রয়েছে। এর মধ্যে একটি বড় কক্ষে ইউপির কার্যক্রম চালানো হচ্ছে। ওই কক্ষটিতে পঞ্চম শ্রেণীর ক্লাস নেওয়া হতো। সরেজমিনে দেখা গেছে, সেখানে ইউপি কার্যালয়ের কোনো সাইনবোর্ড টাঙানো হয়নি। ঘরের ভেতরে ইউপি কার্যালয়ের আসবাব রয়েছে। ইউপি চেয়ারম্যান ও সদস্যদের নামের তালিকা ও মুঠোফোন নম্বরের তালিকা টাঙানো রয়েছে।

বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা জানায়, এখানে অফিস হওয়ায় তাদের পড়াশোনায় অসুবিধা হচ্ছে। আবদুর রহমান নামের এক অভিভাবক বলেন, ইউনিয়ন পরিষদের কার্যালয় বিদ্যালয়ের ভেতরে হতে পারে না। অভিভাবক আজিজুল ইসলাম বলেন, এ ব্যাপারে শিক্ষা বিভাগে অভিযোগ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। আরেক অভিভাবক আনোয়ারুল ইসলাম বলেন, 'সরকারের এত জায়গা থাকতে স্কুলে কেন ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রম চালানো হচ্ছে, তা বুঝতে পারছি না।'

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবু সুফিয়ান অভিযোগ করে বলেন, ইউপি চেয়ারম্যান ক্ষমতার অপব্যবহার করে জোর করে বিদ্যালয়ের একটি কক্ষ ব্যবহার করে আসছেন। এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তি হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। বিদ্যালয়ে ইউপি কার্যক্রম চলায় পড়াশোনাসহ নানা কর্মকাণ্ডে ব্যাঘাত ঘটছে।

এ ব্যাপারে গত সোমবার বিকেলে বালুয়া মাসিমপুর ইউপির চেয়ারম্যান ময়নুল হকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, ইউপি কার্যালয়ের নির্মাণকাজ চলছে। তাই বিদ্যালয়ের একটি কক্ষে সাময়িকভাবে কাজ চালানো হচ্ছে। এতে শিক্ষার পরিবেশ ব্যাহত হচ্ছে না বলে দাবি করেন তিনি।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা নজরুল ইসলাম বলেন, সরকারি বিদ্যালয়ের কোনো কক্ষ অন্য কোনো অফিসের কাজে ব্যবহার করা যায় না। বিষয়টি তাঁর জানা ছিল না। বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে তিনি দেখবেন বলে জানান।